



ALL RIGHTS RESERVED © جميع حقوق الطبع محفوظة

No part of this book may be reproduced or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and recording or by any information storage and retrieval system, without the written permission of the publisher.

First Edition: April 2007

Supervised by:
Abdul Malik Mujahid

HEAD OFFICE

P.O. Box: 22743, Riyadh 11416 K.S.A. Tel: 0096 -1-4033962/4043432 Fax: 4021659
E-mail: darussalam@awalnet.net.sa, riyadh@dar-us-salam.com Website: www.dar-us-salam.com

K.S.A. Darussalam Showrooms:

Riyadh

Olaya branch: Tel 00966-1-4614483 Fax: 4644945
Malaz branch: Tel 00966-1-4735220 Fax: 4735221
Suwallam branch: Tel & Fax-1-2860422

- **Jeddah**
Tel: 00966-2-6879254 Fax: 6336270
- **Madinah**
Tel: 00966-503417155 Fax: 04-8151121
- **Al-Khobar**
Tel: 00966-3-8692900 Fax: 8691551
- **Khamis Mushayt**
Tel & Fax: 00966-072207055
- **Yanbu Al-Bahr** Tel: 0500887341 Fax: 04-3908027
- **Al-Buraida** Tel: 0503417156 Fax: 063696124

U.A.E

- **Darussalam, Sharjah U.A.E**
Tel: 00971-6-5632623 Fax: 5632624
Sharjah@dar-us-salam.com.

PAKISTAN

- **Darussalam, 36 B Lower Mall, Lahore**
Tel: 0092-42-724 0024 Fax: 7354072
- **Rahman Market, Ghazni Street, Urdu Bazar Lahore**
Tel: 0092-42-7120054 Fax: 7320703
- **Karachi, Tel: 0092-21-4393936 Fax: 4393937**
- **Islamabad, Tel: 0092-51-2500237 Fax: 512281513**

U.S.A

- **Darussalam, Houston**
P.O. Box: 79194 Tx 77279
Tel: 001-713-722 0419 Fax: 001-713-722 0431
E-mail: houston@dar-us-salam.com
- **Darussalam, New York** 486 Atlantic Ave, Brooklyn
New York-11217, Tel: 001-718-625 5925
Fax: 718-625 1511
E-mail: darussalamny@hotmail.com

U.K

- **Darussalam International Publications Ltd.**
Leyton Business Centre
Unit-17, Etloe Road, Leyton, London, E10 7BT
Tel: 0044 20 8539 4885 Fax: 0044 20 8539 4889
Website: www.darussalam.com
Email: info@darussalam.com
- **Darussalam International Publications Limited**
Regents Park Mosque, 146 Park Road
London NW8 7RG Tel: 0044- 207 725 2246
Fax: 0044 20 8539 4889

AUSTRALIA

- **Darussalam:** 153, Haldon St, Lakemba (Sydney)
NSW 2195, Australia
Tel: 0061-2-97407188 Fax: 0061-2-97407199
Mobile: 0061-414580813 Res: 0061-2-97580190
Email: abumuaaz@hotmail.com

CANADA

- **Islamic Books Service**
2200 South Sheridan way Mississauga,
Ontario Canada L5K 2C8
Tel: 001-905-403-8406 Ext. 218 Fax: 905-8409

HONG KONG

- **Peacetech**
A2, 4/F Tsim Sha Mansion
83-87 Nathan Road Tsimbatsui
Kowloon, Hong Kong
Tel: 00852 2369 2722 Fax: 00852-23692944
Mobile: 00852 97123624

MALAYSIA

- **Darussalam International Publication Ltd.**
No.109A, Jalan SS 21/1A, Damansara Utama,
47400, Petaling Jaya, Selangor, Darul Ehsan, Malaysia
Tel: 00603 7710 9750 Fax: 7710 0749
E-mail: darussalm@streamyx.com

FRANCE

- **Editions & Librairie Essalam**
135, Bd de Ménilmontant- 75011 Paris
Tél: 0033-01- 43 38 19 56/ 44 83
Fax: 0033-01-43 57 44 31
E-mail: essalam@essalam.com.

SINGAPORE

- **Muslim Converts Association of Singapore**
32 Onan Road The Galaxy
Singapore- 424484
Tel: 0065-440 6924, 348 8344 Fax: 440 6724

SRI LANKA

- **Darul Kitab 6, Nimal Road, Colombo-4**
Tel: 0094 115 358712 Fax: 115-358713

INDIA

- **Islamic Dimensions**
56/58 Tandel Street (North)
Dongri, Mumbai 4000 009, India
Tel: 0091-22-3736875, Fax: 3730689
E-mail: sales@irf.net

SOUTH AFRICA

- **Islamic Da'wah Movement (IDM)**
48009 Qualbert 4078 Durban, South Africa
Tel: 0027-31-304-6883 Fax: 0027-31-305-1292
E-mail: idm@ion.co.za

রিয়াদুস সালাহীন

(প্রথম খণ্ড)

রচনাঃ

ইমাম আবু যাকারিয়া ইয়াহুইয়া ইবনু শারায়ফ
আন-নববী (রহঃ)

অনুবাদঃ

মুহাম্মাদ হারুন আযিযী নদভী
ইমাম ও খতীব মসজিদ আলী
মানামা, বাহরাইন।

সম্পাদনায়ঃ

আবু রাশাদ আজমল
লিসাঙ্গ, মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়
সৌদি আরব।



দা রু স সা লা ম

রিয়াদ • জেদ্দা • আল-খোবার • শারজাহ
লাহোর • লন্ডন • হিউস্টন • নিউ ইয়র্ক



আল্লাহর নামে শুরু করছি, যিনি পরম
করুণাময় ও অতি দয়ালু।

সূচীপত্র

প্রকাশকের আরয	21
অনুবাদকের আরয	23
ইমাম নববীর সংক্ষিপ্ত জীবনী	27
পরিচ্ছেদঃ ১	
প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্যের সকল কর্ম, কথা ও সকল অবস্থায় নিয়তকে খালেছ করা এবং আল্লাহর সম্ভ্রুতি অর্জনের উদ্দেশ্যে কাজ করা	29
পরিচ্ছেদঃ ২	
তাওবা	41
পরিচ্ছেদঃ ৩	
ধৈর্য	69
পরিচ্ছেদঃ ৪	
সততা	97
পরিচ্ছেদঃ ৫	
আত্মপর্যবেক্ষণ	101
পরিচ্ছেদঃ ৬	
আল্লাহ ভীতি	113
পরিচ্ছেদঃ ৭	
দৃঢ় বিশ্বাস ও ভরসা	116
পরিচ্ছেদঃ ৮	
ইস্তিকামত তথা স্থির থাকা	128
পরিচ্ছেদঃ ৯	
আল্লাহর মহান সৃষ্টিসমূহ, পৃথিবী ধ্বংস হওয়া, আখেরাতের ভয়ানক বিষয়াদি এবং দুনিয়া আখেরাতের অন্য সব বিষয় সম্পর্কে চিন্তা- ভাবনা... থাকার জন্য বাধ্য করা	130
পরিচ্ছেদঃ ১০	
ভালো কাজে তাত্ক্ষণিক তৎপরতা আর যে ব্যক্তি ভালো কাজের ইচ্ছা করে তাকে ইতস্ততাবিহীন কার্য সম্পাদনের প্রতি উদ্বুদ্ধ করা	131

© **Maktaba Dar-us-Salam, 2007**
King Fahd National Library Catalog-in-Publication Data
Nadwi, Muhammad Harun Azizi
Riyadhus-saliheen (Bengali) Riyadh-2007
750p, 14x21 cm
ISBN: 9960-9863-1-4 (Vol.-1)
1-Hadith
237.3dc
II-Title
1428/563

Legal Deposit no.1428/563
ISBN: 9960-9863-1-4 (Vol.-1)

পরিচ্ছেদঃ ১৫৪

মৃতের কোন মাকরুহ জিনিস দেখার পর তা গোপন করা..... 709

পরিচ্ছেদঃ ১৫৫

জানাযার নামায পড়া... জানাযার সাথে মেয়েদের যাওয়া অপছন্দনীয়.. 710

পরিচ্ছেদঃ ১৫৬

জানাযার নামাযে মুসল্লী বেশি হওয়া এবং মুসল্লীদের তিন বা তিনের বেশি কাতার করা মুস্তাহাব 711

পরিচ্ছেদঃ ১৫৭

জানাযার নামাযে কি পড়তে হবে?..... 712

পরিচ্ছেদঃ ১৫৮

জানাযাকে দ্রুত নিয়ে যাওয়া 717

পরিচ্ছেদঃ ১৫৯

মৃতের ঋণ অনতিবিলম্বে আদায় করা ও তার দাফন-কাফন দ্রুত সম্পন্ন করা, তবে আকস্মিক মৃত্যুর ব্যাপারে 718

পরিচ্ছেদঃ ১৬০

কবরের কাছে ওয়াজ নসীহত করা..... 719

পরিচ্ছেদঃ ১৬১

মুর্দাকে দাফন করার পর তার জন্য দু'আ করা এবং ইস্তিগফার..... 719

পরিচ্ছেদঃ ১৬২

মৃতের পক্ষ থেকে সাদকা করা ও তার জন্য দু'আ করা..... 721

পরিচ্ছেদঃ ১৬৩

জনগণ কর্তৃক মৃতের প্রশংসা 722

পরিচ্ছেদঃ ১৬৪

যার শিশু সন্তান মারা যায় তার উচ্চতর মর্যাদার কথা..... 723

পরিচ্ছেদঃ ১৬৫

যালিমের কবরের কাছ দিয়ে যাওয়ার সময় ভীত হওয়া..... 725

সপ্তম অধ্যায়ঃ সফরের আদব

পরিচ্ছেদঃ ১৬৬

বৃহস্পতিবার ও দিনের প্রথম দিকে সফরে রওয়ানা হওয়া মুস্তাহাব 727

পরিচ্ছেদঃ ১৬৭

সফর সঙ্গী অনুসন্ধান করা এবং এমন এক ব্যক্তিকে আমীর বানানো.... 728

পরিচ্ছেদঃ ১৬৮

সফরে চলা ও অবতরণ করা, রাত্রি অতিবাহিত করা...তাকিদ দেয়া 729

পরিচ্ছেদঃ ১৬৯

সফররত অবস্থায় সাথীকে সাহায্য করা 733

পরিচ্ছেদঃ ১৭০

সওয়ারীর পিঠে চড়ে সফর করার সময় যে দু'আ পড়তে হবে 735

পরিচ্ছেদঃ ১৭১

উচ্চ স্থানে চড়ার সময় মুসাফিরের 'আল্লাহু আকবার' বলা..... 738

পরিচ্ছেদঃ ১৭২

সফরে দু'আ করা মুস্তাহাব..... 741

পরিচ্ছেদঃ ১৭৩

কোন মানুষ বা অন্য কিছু আশঙ্কা হলে যে দু'আ পড়তে হয় 741

পরিচ্ছেদঃ ১৭৪

কোন স্থানে অবতরণ করলে যে দু'আ পড়তে হয় 742

পরিচ্ছেদঃ ১৭৫

সফরের উদ্দেশ্য পূর্ণ হয়ে গেলেই তাকে দ্রুত নিজের পরিবার-পরিজনদের কাছে ফিরে আসা উচিত..... 743

পরিচ্ছেদঃ ১৭৬

দিনের বেলা নিজের পরিবারের কাছে আসা মুস্তাহাব..... 744

পরিচ্ছেদঃ ১৭৭

সফর থেকে ফিরে নিজের শহর দেখার পর যে দু'আ বলতে হয় 744

পরিচ্ছেদঃ ১৭৮

সফর থেকে প্রত্যাবর্তন করার সময় প্রথমে মহল্লার মসজিদে প্রবেশ করে দু'রাকআত নফল নামায পড়া মুস্তাহাব 745

পরিচ্ছেদঃ ১৭৯

মেয়েদের একাকী সফর করা হারাম..... 745

পড়লাম; কিন্তু আমার মনে হল যেন আমার অন্তর অন্ধকার হয়ে গেল। এমনকি কিছু দিন পর্যন্ত যেন আমি কোন কাজই করতে পারলাম না। ফলে আমি নিজের ব্যাপারে আশঙ্কা বোধ করলাম। কাজেই ‘আল-কানুন’ কিতাব বিক্রি করে দিলাম। তারপর আমার অন্তর আলোকিত হল।

স্মরণ শক্তি, দীনদারী ও মেহনতঃ

ইবনুল আত্তার বলেনঃ আমাদের শায়খ বলেছেনঃ তিনি দিবা-রাত্রি কোন সময় নষ্ট করতেন না। এভাবে ছয় বছর অতিবাহিত হল। অতঃপর তিনি গ্রন্থ রচনা, ওয়াজ-নসীহত ও দাওয়াতের কাজে আত্মনিয়োগ করলেন। হাফেজ যাহাবী বলেনঃ তিনি সদা নিজের নফসের সাথে যুদ্ধ করতেন। গভীর পরহেজগারী, আত্মরক্ষা এবং নফসকে কুমন্ত্রণা থেকে বাঁচিয়ে রাখায় অভ্যস্ত ছিলেন এবং সাথে হাদীস, উসূলে হাদীস, রিজাল ও সহীহ-যযীফ নির্ণয় ইত্যাদি বিষয়ে খুব পারদর্শী ছিলেন। তিনি ফল-মূল, খিরা ইত্যাদি কম খেতেন যেন ঘুম বেশি না আসে এবং সরল তরল না হয়ে যায়।

রচনাবলীঃ

তঁার রচনাবলীর মধ্যে হলঃ মুসলিম শরীফের ব্যাখ্যা, রিয়্যাস সালেহীন, আল্ আযকার, আল্ আরবাইন, আল ইরশাদ ফী উলূমিল হাদীস, আত্ তাকরীব, আল্ মুবহামাত, আল্ ঈযাহ ফিল মানাসিক, আত্ তিবয়ান ফী আদাবি হামালাতিল কুরআন, আর রাওদাহ, শরহুল মুহাযযাব এবং আল্ ফাতাওয়া ইত্যাদি।

ইত্তিকালঃ

তিনি একদা সফর করে বায়তুল মুকাদ্দাস দেখে আসেন। তারপর ‘নবা’ জায়গায় ফিরে আসেন। সেখানে তঁার পিতার কাছে অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং তথায় ছয় শত ছিয়াত্তর হিজরী সালের রজব মাসের চব্বিশ তারিখে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

পরিচ্ছেদঃ ১

প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্যের সকল কর্ম, কথা ও সকল অবস্থায় নিয়তকে খালেছ করা এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে কাজ করা।

আল্লাহ তায়ালা বলেছেনঃ “আর তাদেরকে আদেশ দেয়া হয়েছে, যেন তারা তাঁর আনুগত্যে একনিষ্ঠ হয়ে শুধুমাত্র আল্লাহরই ইবাদত করে, আর যেন নামায কয়েম করে এবং যাকাত আদায় করে। এটাই হলো মজবুত দীন। (সূরা আলবাইয়্যিনাঃ ৫)

আল্লাহ তায়ালা অন্যত্র বলেছেনঃ “তোমাদের কুরবানীর পশুর গোশত ও রক্ত কখনো আল্লাহর কাছে পৌঁছে না। তবে তোমাদের তাকওয়া (খালেছ নিয়ত) তাঁর কাছে পৌঁছে।” (সূরা হাজ্জঃ ৩৭)

তিনি আরো বলেছেনঃ “আপনি বলে দিন, তোমরা তোমাদের মনের কথা গোপন রাখ কিংবা প্রকাশ কর, তা সবই আল্লাহ জানেন।” (সূরা আল ইমরানঃ ২৯)

১। আমীরুল মুমিনীন উমর ইবনুল খাত্তাব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, “আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি যে, “সকল আমলের প্রতিফল নিয়তের

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ﴾
[البينة: ৫]

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿لَنْ يَنَالَ اللَّهُ لُحُومَهَا وَلَا دِمَائُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ﴾
[الحج: ৩৭]

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿قُلْ إِنْ تَحْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ بُنْدُوهُ يَعْلَمَهُ اللَّهُ﴾
[آل عمران: ২৯]

১- وَعَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ أَبِي حَفْصٍ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ بْنِ نُفَيْلٍ بْنِ عَبْدِ الْعَزَّى بْنِ رِيَّاحٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُرْطُ بْنُ رَزَّاحٍ بْنِ عَدِيِّ بْنِ كَعْبٍ بْنِ لُؤَيٍّ

উপর নির্ভরশীল। আর প্রত্যেক ব্যক্তি তাই পাবে যা সে নিয়ত করবে। সুতরাং যার হিজরত হবে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দিকে (অর্থাৎ আল্লাহর সন্তুষ্টি ও রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর আনুগত্যের উদ্দেশ্যে হিজরত করবে সে তাই পাবে।” (বুখারীঃ ওহীর প্রারম্ভিককাল অধ্যায়, কিতাবুল-ঈমান, মুসলিমঃ কিতাবুল ইমারাত)

২। আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, “রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ “এক সৈন্যদল কাবা শরীফে যুদ্ধের জন্য আসবে। যখন তারা বালুকাময় প্রান্তরে পৌঁছবে, তখন তাদের সবাইকে মাটিতে পুঁতে ফেলা হবে। আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেনঃ “ইয়া রাসূলুল্লাহ! তাদের সবাইকে কি করে মাটিতে পুঁতে ফেলা হবে? অথচ তাদের মধ্যে সাধারণ লোকও থাকবে এবং এমন লোকও থাকবে যারা তাদের সৈন্য দলে ছিল না।

ابْنِ غَالِبِ الْقُرَشِيِّ الْعَدَوِيِّ. رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهَجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا، أَوْ امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهَجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ» مُتَّفَقٌ عَلَى صَحِّهِ. رَوَاهُ إِمَامَا الْمُحَدِّثِينَ: أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ بَرْزُبَةَ الْجُعْفِيُّ الْبُخَارِيُّ، وَأَبُو الْحُسَيْنِ مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ بْنِ مُسْلِمٍ الْقُشَيْرِيُّ النَّيْسَابُورِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فِي صَحِيحَيْهِمَا اللَّذَيْنِ هُمَا أَصْحُ الْكُتُبِ الْمُصَنَّفَةِ.

২- وَعَنْ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أُمِّ عَبْدِ اللَّهِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «يَغْزُو جَيْشُ الْكَعْبَةِ فَإِذَا كَانُوا بَيْدَاءَ مِنَ الْأَرْضِ يُخَسَفُ بِأَوَّلِهِمْ وَآخِرِهِمْ» قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ!، كَيْفَ يُخَسَفُ بِأَوَّلِهِمْ وَآخِرِهِمْ وَفِيهِمْ أَسْوَاقُهُمْ وَمَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ؟! قَالَ: «يُخَسَفُ بِأَوَّلِهِمْ وَآخِرِهِمْ، ثُمَّ يُعْعَثُونَ عَلَى نِيَّاتِهِمْ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. هَذَا لَفْظُ الْبُخَارِيِّ.

উত্তরে তিনি বললেনঃ “সবাইকে মাটিতে পুঁতা হবে। তবে পরবর্তীতে নিয়তের উপর ভিত্তি করেই তাদের পুনরুত্থান হবে। (বুখারীঃ বিক্রয় অধ্যায়, মুসলিমঃ ইমারাত অধ্যায়)

৩। আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ “মক্কা বিজয়ের পর আর হিজরত নেই; কিন্তু জিহাদ ও নিয়ত আছে। কাজেই যখন তোমাদেরকে সাধারণভাবে (জিহাদ ইত্যাদির জন্য) বের হতে বলা হবে তখন তোমরা বের হয়ে পড়বে।” (বুখারীঃ জিহাদ অধ্যায়, মুসলিমঃ ইমারাত অধ্যায়)।

৪। জাবের (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, আমরা নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সাথে কোন এক যুদ্ধে ছিলাম। তখন তিনি বললেনঃ “মদীনাতে কিছু লোক রয়ে গেছে, তোমরা যত পথ অতিক্রম করছ বা যত উপত্যকা পাড়ি দিয়েছ, সব সময় তারা তোমাদের সাথেই ছিল। অসুস্থতার কারণে তারা বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে। অন্য বর্ণনায় এসেছেঃ তারাও তোমাদের মত প্রতিদান যোগ্য হবে।” (মুসলিম)

বুখারীর বর্ণনায় আছে, আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, আমরা

৩- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ، وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ، وَإِذَا اسْتَنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَمَعْنَاهُ: لَا هِجْرَةَ مِنْ مَكَّةَ لِأَنَّهَا صَارَتْ دَارَ إِسْلَامٍ.

৪- وَعَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي غَزَاةٍ فَقَالَ: «إِنَّ بِالْمَدِينَةِ لَرَجَالًا مَا سِرْتُمْ مَسِيرًا، وَلَا قَطَعْتُمْ وَادِيًا إِلَّا كَانُوا مَعَكُمْ حَبْسَهُمُ الْمَرَضُ» وَفِي رَوَايَةٍ: «إِلَّا شَرَكُوكُمْ فِي الْأَجْرِ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

وَرَوَاهُ الْبُخَارِيُّ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ



আল্লাহর নামে শুরু করছি, যিনি পরম
করুণাময় ও অতি দয়ালু।

© Maktaba Dar-us-Salam, 2007
King Fahd National Library Catalog-in-Publication Data
Nadwi, Muhammad Harun Azizi
Riyadhus-saliheen (Bengali) Riyadh-2007
560p, 14x21 cm
ISBN: 9960-9881-4-7 (Vol.2)
1-Hadith
237.3dc
II-Title
1428/1409
Legal Deposit no.1428/1409
ISBN: 9960-9881-4-7 (Vol.2)

সূচীপত্র

অষ্টম অধ্যায়ঃ ফযীলতসমূহ

পরিচ্ছেদঃ ১৮০	কুরআন পাঠের ফযীলত.....	769
পরিচ্ছেদঃ ১৮১	কুরআন মজীদে রক্ষণাবেক্ষণ করা এবং তাতে ভুলে না যাওয়ার ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করা.....	773
পরিচ্ছেদঃ ১৮২	সুললতি কণ্ঠে কুরআন পাঠ করা, মধুর কণ্ঠে পড়তে বলা এবং তা শুনা মুস্তাহাব.....	774
পরিচ্ছেদঃ ১৮৩	কয়েকটি বিশিষ্ট সূরা ও বিশিষ্ট আয়াতসমূহের প্রতি উদ্ধৃতি করা	776
পরিচ্ছেদঃ ১৮৪	কুরআর মজীদ তিলাওয়াতের জন্য যদি একজন পড়ে আর অন্যরা শুনে তবে.....	784
পরিচ্ছেদঃ ১৮৫	ওযূর ফযীলত.....	785
পরিচ্ছেদঃ ১৮৬	আযানের ফযীলত.....	790
পরিচ্ছেদঃ ১৮৭	নামাযের ফযীলত অধ্যায়.....	794
পরিচ্ছেদঃ ১৮৮	ফজর ও আসরের নামাযের ফযীলত.....	796
পরিচ্ছেদঃ ১৮৯	মসজিদে যাওয়ার ফযীলত	798
পরিচ্ছেদঃ ১৯০	নামাযের জন্য অপেক্ষা করার ফযীলত	802

উনবিংশ অধ্যায়ঃ ইস্তিগফার

পরিচ্ছেদঃ ৩৭১

ইস্তিগফারের ফযীলত ও তার নির্দেশ..... 1284

পরিচ্ছেদঃ ৩৭২

আল্লাহ তায়ালা মু'মিনদের জন্য জান্নাতে যা তৈরি করে রেখেছেন..... 1292

অষ্টম অধ্যায়

ফযীলতসমূহ

পরিচ্ছেদঃ ১৮০

কুরআন পাঠের ফযীলত

৯৯১। আবু উমামাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ “কুরআন পড়। কারণ কিয়ামতের দিন কুরআন তার পাঠকারীর জন্য শাফাআতকারী হিসেবে উপস্থিত হবে।” (মুসলিমঃ মুসাফিরের নামায)

৯৯২। নাওয়াস ইবনে সামআন (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ “কিয়ামতের দিন কুরআনকে এবং যারা কুরআন মতে আমল করত তাদেরকে আনা হবে। কুরআনের আগে আগে থাকবে সূরা বাকারাহ ও সূরা আলে-ইমরান। আর এ সূরা দু'টি তাদের পাঠকারীদের পক্ষ থেকে জবাবদিহি করবে।” (মুসলিম)

৯৯৩। উসমান ইবনে আফফান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ “তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি উত্তম যে নিজে কুরআন শিখে এবং অন্যদেরকে তা শিখায়।” (বুখারীঃ কুরআনের ফযীলত অধ্যায়)

৯৯১- عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «اقْرَأُوا الْقُرْآنَ فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

৯৯২- وَعَنْ النَّوَاسِ بْنِ سَمْعَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «يُؤْتَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِالْقُرْآنِ وَأَهْلِهِ الَّذِينَ كَانُوا يَعْمَلُونَ بِهِ فِي الدُّنْيَا تَقْدُمُهُ سُورَةُ الْبَقَرَةِ وَالْإِمْرَانِ، تُحَاجَّانِ عَنْ صَاحِبَيْهِمَا» رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

৯৯৩- وَعَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

৯৯৪। আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ “যে ব্যক্তি কুরআন তিলাওয়াত করে এবং তিলাওয়াতে পারদর্শী হয়, সে অনুগত সম্ভ্রান্ত ফেরেশতাদের সাথে থাকবে। আর যে ব্যক্তি কুরআন তিলাওয়াত করে অথচ তাতে আটকে যায় এবং তা পড়া তার জন্য কাঠিন্য হয়, তার জন্য রয়েছে দু’টি প্রতিদান। (বুখারীঃ তাওহীদ অধ্যায়, মুসলিমঃ মুসাফিরের নামায অধ্যায়)

৯৯৫। আবু মূসা আশআরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ “যে মু’মিন ব্যক্তি কুরআন পড়ে তার দৃষ্টান্ত হচ্ছে কমলা লেবু। তার খুশবু মনোরম এবং স্বাদ চমৎকার। আর যে মুমিন ব্যক্তি কুরআন পড়ে না সে খোরমার মতো। তাতে খুশবু নেই; কিন্তু তার স্বাদ মিঠা। আর যে মুনাফিক কুরআন পড়ে তার দৃষ্টান্ত হচ্ছে রায়হান ঘাস। তার খুশবু মনোরম; কিন্তু স্বাদ তিক্ত। আর যে মুনাফিক কুরআন পড়ে না সে মাকাল ফলের মত। তাতে কোন খুশবু নেই এবং তার স্বাদও তিক্ত।” (বুখারীঃ খাদ্য সামগ্রী অধ্যায়, মুসলিমঃ মুসাফিরের নামায অধ্যায়)

৯৯৬। উমর ইবনে খাত্তাব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)

৯৯৫- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَهُوَ مَاهِرٌ بِهِ مَعَ السَّفَرَةِ الْكِرَامِ الْبَرَةِ، وَالَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَيَتَتَعْتَعُ فِيهِ وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌّ لَهُ أَجْرَانِ» مَتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

৯৯৫- وَعَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مِثْلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ مِثْلُ الْأُتْرَجَةِ: رِيحُهَا طَيِّبٌ وَطَعْمُهَا طَيِّبٌ، وَمِثْلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِي لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمِثْلِ الثَّمَرَةِ: لَا رِيحَ لَهَا وَطَعْمُهَا حُلْوٌ، وَمِثْلُ الْمُنَافِقِ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمِثْلِ الرِّيحَانَةِ: رِيحُهَا طَيِّبٌ وَطَعْمُهَا مُرٌّ، وَمِثْلُ الْمُنَافِقِ الَّذِي لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمِثْلِ الْحَنْظَلَةِ: لَيْسَ لَهَا رِيحٌ وَطَعْمُهَا مُرٌّ» مَتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

৯৯৬- وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ:

বলেছেনঃ “এই কিতাবের মাধ্যমে আল্লাহ বহু জাতির উত্থান ঘটান। আবার এরই মাধ্যমে বহু জাতির পতন ঘটান।” (মুসলিমঃ মুসাফিরের নামায অধ্যায়)

৯৯৭। আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ “দু’টি বিষয় ব্যতীত অন্য কিছুতেই ঈর্ষা করা যায় না। প্রথম হচ্ছে সেই ব্যক্তি যাকে আল্লাহ কুরআন দান করেছেন। সে দিবা-রাত্রি তা তিলাওয়াত করে। দ্বিতীয় হচ্ছে সেই ব্যক্তি যাকে আল্লাহ ধন-দৌলত দান করেছেন। সে দিন-রাত্রি বিভিন্ন সময় তা ব্যয় করে।” (বুখারী, মুসলিম)

৯৯৮। বারা ইবনে আযেব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ “এক ব্যক্তি সূরা কাহাফ পড়তেছিল তার কাছে একটি ঘোড়া দু’টি দড়ি দিয়ে বাধা ছিল। এক খণ্ড মেঘ তার উপর দিয়ে ছেয়ে গেল। মেঘখণ্ড ক্রমে তার নিকটবর্তী হচ্ছিল আর তা দেখে ঘোড়াটি লাফাতে শুরু করল। সকালে লোকটি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কাছে এসে তাঁকে ঘটনা শুনাল। তিনি জবাব দিলেনঃ সেটি ছিল ‘সকিনাহ বা শান্তি।’ কুরআন পাঠের কারণে সেটি নাশিল হয়েছিল।” (বুখারীঃ ফযীলত

إِنَّ اللَّهَ يَرْفَعُ بِهَذَا الْكِتَابِ أَقْوَامًا وَيُزِيلُ بِهِ الْآخَرِينَ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

৯৯৭- وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَا حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَيْنِ: رَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ الْقُرْآنَ، فَهُوَ يَقُومُ بِهِ آتَاءَ اللَّيْلِ وَآتَاءَ النَّهَارِ، وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا، فَهُوَ يُنْفِقُهُ آتَاءَ اللَّيْلِ وَآتَاءَ النَّهَارِ» مَتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

৯৯৮- وَعَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ رَجُلٌ يَقْرَأُ سُورَةَ الْكَهْفِ، وَعِنْدَهُ فَرَسٌ مَرْبُوطٌ بِشَطْنَيْنِ، فَتَغَشَّتْهُ سَحَابَةٌ فَجَعَلَتْ تَذْنُو، وَجَعَلَ فَرَسُهُ يَنْفِرُ مِنْهَا. فَلَمَّا أَضْبَحَ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ: «تِلْكَ السَّكِينَةُ تَنْزَلَتْ لِلْقُرْآنِ» مَتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

«الشَّطْنُ» يَفْتَحُ الشَّيْنِ الْمُعْجَمَةِ وَالطَّاءُ الْمُهْمَلَةَ: الْحَبْلُ.